ঝিনাইদহে রাস্তা নির্মাণ নিয়েও কাঁদা ছোড়াছুড়ি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের জিথর ভবানীপুর গ্রামে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে কাঁদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। গ্রামের কথিত একটি অংশ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে বাঁধাগ্রস্থ করতে উঠে পড়ে লেগেছে অভিযোগ গ্রামবাসীর। আজ তারাই জিথর ভবানীপুর গ্রামের এই রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে কাঁদা ছোড়াছুড়ি করছে। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমসহ নাম সর্বত্র কিছু অনলাইন পোর্টালে এ নিয়ে সংবাদ প্রচার করেছে। এ

ই সংবাদের সূত্র ধরে,সোমবার সরেজমিনে জিথর ভবানীপুর গ্রামে যাদের জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে,গ্রামবাসী,স্থানীয় মাতব্বরের সাথে কথা বলে জানা যায়, ৫০বছরের অধিক সময় ধরে এই গ্রামটি অবহেলিত। কাঁদা পানি হলে এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যেত না। গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির জন্য চেয়ারম্যান গ্রামের মানুষকে এক সাথে নিয়ে সরকারি আমিন দিয়ে মাপ যোগ করে সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে রাস্তাটি নির্মাণ করেন। এদিকে যাকে মারধর করে জোর করে উঠানের মাঝ দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে,সেই মনতোষ মন্ডল বলেন,এখানে মারধর বা জোর করার কোন ঘটনা ঘটেনি।

যারা নিউজ করেছে তাদের সাথে আমার দেখা বা কোন কথাও হয়নি। বরং রাস্তা নির্মাণ করায় আমার জন্য ভালো হয়েছে। আগে বাড়িতে সাইকেল,ভ্যান নিয়ে আসতে পারতাম না। এখন সহজেই আসতে পারছি। রাস্তা নির্মাণ কাজে জমি দেওয়া প্রশান্ত বিশ্বাস, তরুণ কুমার লস্কর ও অনন্ত বসু বলেন,আমাদের দীর্ঘদিনের দাবির জন্য চেয়ারম্যান সকলের মতামতের ভিত্তিতে রাস্তাটি নির্মাণ করেন। আগে আমাদের চলাচলে অনেক অসুবিধা হতো। জিথর ভবানীপুর গ্রামের গ্রাম্য মাতব্বর সুনিতি বিশ্বাস তিনিও এই রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাস্তা নির্মাণের সার্বিক বিষয় জানতে চাইলে,ফুরসন্দি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ্যাড.আব্দুল মালেক জানান,জিথর ভবানীপুর গ্রামেই আমার বাড়ি। এই গ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গ্রামবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে এক সাথে নিয়ে এমন কি সরকারি আমিন দিয়ে মাপ যোগ করে পিআইও

অফিসের ইঞ্জিনিয়ার এনে ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়াল অনুযায়ী ফ্ল্যাট সলিংয়ের এ রাস্তা করা হয়েছে।

যারা এখন এ রাস্তা নির্মাণের বিরোধিতা করছে,তারা উন্নয়ন চাই না এবং রাস্তা নিয়ে যে সকল অভিযোগ করা হচ্ছে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।যারা এই উন্নয়নমূলক কাজে বিভ্রান্তিমুলক প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে আসলে তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন গ্রামকে শহরে রুপান্তরিত করার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। তাই এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুবিধাভোগী গ্রামবাসী।

মেহেরপুরে প্রকৌশলীকে চড় থাপ্পড় মারলেন দুই ছাত্রলীগ নেতা

মেহেরপুরে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) এর উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী অনুজ কুমার দে কে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বারিকুল ইসলাম লিজন ও তার সহযোগী রাশেদুল ইসলাম আনন্দের বিরুদ্ধে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিসে এ ঘটনা ঘটে।

লাঞ্ছনার শিকার অনুজ কুমার দে বলেন, ঘটনা হচ্ছে সাপ্লাই মালামাল নিয়ে। শাহীদ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অথোরাইজড হিসাবে কাজ করে বারিকুল ইসলাম লিজন। সে কয়েকদিন যাবত আমাকে কনভেন্স করার চেষ্টা করছে। ঘটনার সময় (সকাল ১০টা ২০ মিনিটে) তারা অফিসে আমার কক্ষে আসে। এসেই প্রশ্ন করে আমি কত সালে এসএসসি পাস করেছি। আমি বলি ২০০৮ সালে এসএসসি পাস করেছি। তাদের কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি তাদের সাপ্লাইয়ের যে কাজটি আছে তার মেয়াদ গত ১৮ তারিখে শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা ওই কাজের বিল বেশি করে দিতে বলে। আমি বলি আপনারা যতটুকু কাজ করেছেন আমার ঊর্ধ্বতন

কর্মকর্তারা বলে দিয়েছে ঠিক ততটুকু বিল প্রদান করতে। তারপরেও ওই কাজের বিল জন্য আমাকে চাপ প্রয়োগ করে। তখন আমি বলি এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তখনই তারা আমাকে তুই-তুকারি শুরু করে খারাপ ব্যবহার শুরু করে। এসময় আমি আমার রুম থেকে বের হতে চাইলে লিজন আমার হাত চেপে ধরে বলে তুই এখানে বসে থাক। দেখ এখন তোর কি করি। এসময় আমি আমার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে লিজন আমার উপর চড়াও হয়ে চড় থাপ্পড় মারে। লিজনের সঙ্গে থাকা রাশেদুল ইসলাম আনন্দ তাকে সহযোগিতা করে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অনুজ কুমার দে আরো বলেন, সংস্কার কাজের জন্য পাথর, প্রিগ্রাভেলস, বালি, জ্বালানী কাঠ, ব্যাগ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য শহীদুল এন্টাপ্রাইজ দরপত্র পায়। পরে সেই কাজ বারিকুল ইসলাম কিনে নেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ ভাগ মালামাল সরবরাহ করেছেন তিনি। যার মূল্য ১২-১৩ লাখ টাকা হতে পারে। কিন্তু শতভাগ মালামাল সরবারাহের কথা বলে ৩৯ লাখ টাকার বিল সাবমিট করেছেন। আমি তাদের বলি, যতটুকু মালামাল সরবরাহ করেছেন সেই পরিমান টাকার বিল দিতে পারবো।

অভিযুক্ত বারিকুল ইসলাম লিজন বলেন, প্রকৌশলী অনুজ কুমারদেকে মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি তাদের কাছে থেকে বিল পাবো। কিন্তু বিল না দিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমি বলেছি জুন ক্লোজিং শেষ হয়ে যাচ্ছে বিলটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, কিন্তু বিল না দিয়ে কাল দেব পরশু দেব বলে শুধু ঘোরাচ্ছে। যে কারণে কথাকাটাকাটি হয়েছে।

তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীতে বাঁশের বেড়া দিয়ে দুটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ

ইসরাফিলকে ৮ শতক জমি বুঝে দেয়া হয়েছে কিন্তু তার দাবী তাবে রাস্তায় পার্শ্বে সব জমি দিতে হবে। তাকে রাস্তা পার্শ্বে সব জমি দিতে গেলে আমাদের বাড়ি করার জমি থাকবেনা। তাছাড়া মৃত ভাইয়ের স্ত্রীকে তার স্বামীর ৪ শতক জমি দেয়া হয়েছে ইসরাফিলের পার্শ্বে। সে জমি তাদের পছন্দ হচ্ছেনা। তাই তারা আমাদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে বেড়াচ্ছে।

গাংনী থানার ওসি বজুলর রহমান বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আমার কাছে কেউ আসেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মুজিবনগরে ৫১ বোতল ফেনসিডিলসহ দু’জন আটক

ফেনসিডিলসহ দু’জনকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশের একটি দল। রবিবার গভীর রাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের নতুনপাড়া থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা সোনাপুর গ্রামের নতুনপাড়ার মোঃ ইসলাম বিহারীর ছেলে মোঃ শাওন শেখ (২২) ও একই এলাকার মোঃ তাহাজউদ্দিনের ছেলে মোঃ মাসুদ (২০)।

জেলা ডিবি অফিসার ইনচার্জ জুলফিকার আলী জানান, মুজিবনগরের সোনাপুর এলাকায় মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের এস আই (নিঃ) হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে এএসআই (নিঃ) মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই (নিঃ)আহসান হাবীব ও এএসআই (নিঃ) ইব্রাহিম বিশ্বাস, এএসআই (নিঃ) হেলাল উদ্দিন ও সঙ্গীয় ফোর্স সহ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে শাওন ও মাসুদকে ৫১ বোতল ফেনসিডিলসহ তাদের আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হইয়াছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল ঘোষণার আবেদন

কুষ্টিয়ার জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে রবিবার রাত ৮টা পর্যন্ত গত ৪৮ ঘণ্টায় ১৭ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় হাসপাতালে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫৭।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার তাপস কুমার সরকার জানান, করোনা রোগী ও সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা হাসপাতালটি করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা করে চিকিৎসক, জনবল ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য আজই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালককে হাসপাতালের তত্ববধায়ক ডাক্তার আব্দুল মোমেন চিঠি দিয়েছেন। করোনা রোগীর বাড়তি চাপ সামলাতে চিকিৎসক, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টসহ জনবল বৃদ্ধি ও অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, পালস অক্সিমিটার জরুরি ভিত্তিতে দেওয়ার জন্য ওই চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে। চিঠির পর নতুন ১০জন ডাক্তারকে এখানে ডেপুটেশনে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, এ হাসপাতালে ননকোভিড রোগী ভর্তি ও চিকিৎসা সংকুচিত করে পাশের ডায়াবেটিক হাসপাতালে বিকল্প ব্যবস্থায় চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে প্রতিদিনই রোগী সংখ্যা বাড়ছে। গত রবিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবরেটরির প্রাপ্ত রিপোর্টে ৮৬জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে।

এরআগে শনিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবরেটরির প্রাপ্ত রিপোর্টে ১৬৪জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। শুক্রবার রাতে ১১২ জন শনাক্ত হয়েছিল। চিকৎসকরা বলছেন, চলতি মাসের প্রথমদিকে জেলায় করোনা শনাক্তের হার ছিল ১০ ভাগ। পরবর্তীতে সংক্রমণ বেড়ে ৩০ ভাগের উঠে।

ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে এখন সংক্রমণ হার ৪২ ভাগের ওপরে উঠে গেছে। হাসপাতালে ১০০ শয্যার করোনা ওয়ার্ডে এখন রোগী ভর্তি আছে ১১০ জন। করোনা ওয়ার্ডে বর্তমানে নতুন রোগী ভর্তির সুযোগ নেই। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাক্তার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনা

রোগীর চিকিৎসায় সর্বাত্মক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে। সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি রোধে জেলা জুড়ে লকডাউনসহ কঠোর স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণের বিকল্প নেই।

কুষ্টিয়ায় এক সপ্তাহের কঠোর লকডাউনের ঘোষণা

কুষ্টিয়ায় করোনা প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলাব্যাপী কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছে প্রশাসন। রবিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি ভার্চুয়াল জরুরী সভা শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন করোনার সময়কালীন দায়িত্বে থাকা কুষ্টিয়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব সুলতানা আফরোজ।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়ার পু্লশি সুপার (এসপি) খাইরুল আলম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ আনোয়ারুল ইসলাম, এনএসআই এর যুগ্ম পরিচালক ইদ্রিস আলী, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ সদর উদ্দিন খান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহীন উদ্দিনসহ সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউএনওগণ।

সভায় জানানো হয়, রবিবার রাত ১২ টা থেকে কুষ্টিয়ার ৬ উপজেলা এ লকডাউনের আওতায় আসছে। পাশাপাশি জেলার সকল শিল্প কলকারখানার বন্ধ রাখা হবে বলে সভায় জানানো হয়।এছাড়াও শহরের পাশেই গড়াই নদীর হরিপুর সেতু ও ঘোড়াই ঘাটসহ গণপরিবহন এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এবং মসজিদে সীমিত সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিত থাকতে পারবে বলেও সভায় জানানো হয়। কুষ্টিয়ায় প্রতিদিন হুহু করে

বেড়েই চলেছে করোনা। তাই কুষ্টিয়া মেডকেল কলেজ হাসপাতালে আরেকটি পিসিআর ল্যাব ও এন্টিজেন পরীক্ষা করার ল্যাব যেন কুষ্টিয়ায় চালু হয় সেই দাবীও জানানো হয়। কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সহসভাপতি এসএম কাদির শাকিল জানান, কাঁচাবাজার সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়া ইসলামী কলেজ মাঠ এবং পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে বসানো হবে।

তবে কুষ্টিয়া ইসলামী কলেজ মাঠে বর্ষনের কারনে পানি জমে থাকায় তা নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চত করতে পৌর মেয়রকে অনেুরোধ করেন। যাতে করে সেখানে অন্তত কাঁচা বাজার বসানোর ব্যবস্থা করা যায়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, করোনা রোগী ও সংক্রমণ ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা হাসপাতালটি করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণাসহ চিকিৎসক, জনবল ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালককে হাসপাতালের তত্ববধায়ক ডাক্তার আব্দুল মোমেন চিঠি দিয়েছেন। এদিকে এ হাসপাতালে ননকোভিড রোগী ভর্তি ও চিকিৎসা সংকুচিত করে ডায়াবেটিক হাসপাতালে বিকল্প ব্যবস্থায় চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হাসপাতালে প্রতিদিনই রোগী সংখ্যা বাড়ছে।

গত শনিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবরেটরির প্রাপ্ত রিপোর্টে ১৬৪ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। এরআগে শুক্রবার রাতে ১১২ জন ও বৃহস্পতিবার ১৫৬ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়।

কালীগঞ্জে বিধিনিষেধ না মানায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপে নির্দিষ্ঠ সময়ে দোকান বন্ধ না করায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে

জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার বিকাল ৬ টার দিকে শহরের বিভিন্ন মার্কেটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রাণী সাহা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুবর্ণা রাণী সাহা জানান, ঝিনাইদহের ৬ পৌর এলাকায় করোনা সংক্রমণ রোধে শনিবার থেকে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বিকেল ৫ টার পর সকল জরুরি সেবা ছাড়া সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশনা না মানায় শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ৪ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও মাস্ক পরিধান না করায় দুই মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় তাদেরকে মাস্ক বিতরণ করা হয়। তিনি আরো জানান, করোনা সংক্রমণ রোধ ও বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভূপালী সরকার, কালীগঞ্জ থানার এসআই আবুল খায়ের, আল আমিন হোসেন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় মাস্ক ব্যবহার না করা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা আদায়, চলতি সময়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কঠোর হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন। আর এর অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অফিস সহ সব জায়গায় চলাচলে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আর এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রবিবার সকাল থেকে চলে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত,জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের নির্দেশে, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন

স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন, এসময় মুখে মাস্ক ব্যবহার না করা স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ১৭ টি মামলায় ২৭,জনকে ৬ হাজার ৬৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

এসময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসময় বলেন, সাধারণত এসময় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ, কয়েকদিনের ব্যবধানে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল,সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকার জন্য পরামর্শ দেন। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসের এর পেশকার জাহান আলী,খায়রুল কবীর দিনার, আনসার সদস্যরা, প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল আরোহীর চিকিৎসাধীন অবস্থায়

মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গায় স্টিয়ারিং গাড়ির সাথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত আব্দুল্লাহ (১৮)’র চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। রোববার রাত দুইটার দিকে রাজশাহী মেডিকেলে তার মুত্যু হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার বড়বোয়ালিয়া গ্রামের উজ্জল হোসেনের ছেলে আব্দুল্লাহ তার বাবাকে সাথে নিয়ে মোটর সাইকেলে নানী বাড়ি যাদবপুর গ্রামে যায়। শুক্রবার সকালের দিকে তারা বাড়ি ফেরার পথে মোড়ভাঙ্গা বাজারের নিকট পৌছালে পাশ দিয়ে যাওয়া এক স্টিয়ারিং গাড়ির ধাক্কায় মোটর সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে উজ্জল হোসেন ও আব্দুল্লাহ আহত হয়।

আহত দুজনকে হারদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ’র অবস্থা আশংকাজনক হলে চিকিৎসক তাকে কুস্টিয়ায় রেফার্ড করে।

সেখান তার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজশাহীতে চিকিৎসাধিন অবস্থায় রোববার রাত দুইটার দিকে আব্দুল্লাহ’র মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত রোগী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়গড়ি গ্রামে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ায় আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামে এক করোনায় আক্রান্ত ব্যাক্তি গলাঁয় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। রবিবার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আব্দুর রাজ্জাক আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামের

হঠাৎপাড়ার শাহাজুদ্দিনের ছেলে। তিনি কৃষি কাজের পাশাপাশি গরুর ব্যবসা করতেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রাজ্জাক গত কয়েক দিন ধরে জ্বর, ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। গত ১৬ জুন র্যাপিড টেস্টে তার করোনা পজিটিভ হয়।

এরপর তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। এরপর আব্দুর রাজ্জাক ছাড়পত্র নিয়ে বাড়িতে আইসোলেশনে ছিলেন।

বাড়িতে আসার পর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে তাদের বাড়ি লকডাউন করে দেন। এতে গ্রামের অন্যান্য মানুষের কটূক্তি ও সামাজিক হেয়পতিপন্ন নানা ধরণের কথা বলেন। এছাড়াও পরিবারের লোকজন আব্দুর রাজ্জাককে নিয়ে বিভিন্ন কটূক্তি মূলক কথা বলে। করোনায় আক্রান্তের পরও সামাজিক ও পারিবারিক কটূক্তি কথা বলায় অভিমানে সে নিজ বাড়িতে গলাঁয় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে। সকালেই পরিবারের লোকজন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যার বিষয়টি আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করেন। পুলিশ খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট শেষে দাফনের অনুমতি প্রদান করেন।

আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী ময়না খাতুন বলেন, গত কয়েক দিন পূর্বে আমার স্বামী ঠাণ্ডা -জ্বরে ভুগছিলো। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে তাকে র্যাপিড টেস্ট করানো হলে করোনা পজেটিভ আসে। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। বাড়িতে আসার পর আমরা সবাই তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম।তিনি দাবি করেন, আমার স্বামী হাসপাতালে থাকলে আত্মহত্যা করতেন না। এলাকার লোকজন আমাদের নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কটূক্তি মূলক কথা বলায় সে অভিমানে আত্নহত্যা করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, সকালে গড়গড়ি গ্রামে একজন করোনা আক্রান্ত রোগী আত্মহত্যা করেছে বলে জেনেছি। তিনি জ্বর, শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাই সে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।